R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
স্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মির্জাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭৪শ বর্ষ. ১৩শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২৬শে শ্রাবণ বুধবার, ১৩৯৪ সাল
১২ই আগষ্ট, ১৯৮৭ সাল।

নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা
বার্ষিক ২০্ সডাক

ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের অদূরদর্শিতার ফলে মিঠিপুর গ্রামে আবার ভাঙন

মিঠিপুর, ১০ আগষ্ট : রঘুনাথগঞ্জ ২ নং ব্লকের মিঠিপুর গ্রাম আবার ভাঙনের কবলে পড়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের ব্যাপার, ফরাক্কা ব্যারেজ প্রজেক্টের তত্ত্বাবধানে কিছুদিন আগে শেষ হয়ে যাওয়া মাত্র ৪০০ ফুট স্পার বাঁধানো সীমানার কয়েক ফুট দূরেই ভাঙন আরম্ভ হয়েছে। আমাদের প্রতিবেদক ভাঙন এলাকা দেখতে গিয়ে স্থানীয় গ্রামবাসীদের কাছ থেকে ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে চরম ক্ষোভের কথা শোনেন। স্থানীয় কংগ্রেস নেতা অরবিন্দ সিংহ রায় ভাঙন প্রতিরোধে 'জরুরী ভিত্তিতে' কিছু কাজ করাচ্ছেন। তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান—গত ৫ আগষ্ট রঘুনাথগঞ্জ থেকে গঙ্গা এ্যান্টি ইরোসনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়র ভাঙন এলাকা পরিদর্শন করতে এলে তাঁকে আমরা ঘেরাও করি এবং 'জরুরী ভিত্তিতে' ভাঙন প্রতিরোধের ব্যবস্থা করার জন্য চাপ সৃষ্টি করি। তিনি বাধ্য হয়ে কয়েক দিনের জন্য আমাকে কাজ দেখাশোনার দায়িত্ব দেন। তবে যে সামান্য পাথর বর্তমানে জলে ফেলা হচ্ছে তাতে কোনভাবেই ভাঙন বন্ধ করা যাবে না। স্থানীয় গ্রামবাসীরা জানান—এই ভরা নদীতে পার ভাঙতে তাঁরা এই প্রথম দেখলেন। এটা তাঁদের দেখা ভাঙনের অভিজ্ঞতার বাইরে। তাঁদের স্থির বিশ্বাস, এই ভরা নদীতে ভাঙনের জন্য ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের অদূরদর্শিতা কিংবা (২য় পৃষ্ঠায়)

হাইকোর্টের আদেশে জঙ্গিপুর পুরসভা যথাপূর্ব্বং

রঘুনাথগঞ্জ : জঙ্গিপুর পুরসভার ক্ষমতাচ্যুত কমিশনারদের মধ্যে কংগ্রেসের আটজন সরকারী আদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলে মহামান্য হাইকোর্ট পুরসভা বাতিলের সরকারী সিদ্ধান্ত খারিজ করেন। আগামী তিন সপ্তাহের জন্য হাইকোর্টের পূর্ব রায় অনুযায়ী পরমেশ পাণ্ডেই পুরপতি থাকলেন ও কমিশনারদের পদাধিকার বহাল থাকলো। ২১ দিন পর শুনানী হবে বলে জানা যায়।

জঙ্গিপুর বার ৪ আইনজীবীর বিরুদ্ধে শাস্তির সিদ্ধান্ত নিলেন

রঘুনাথগঞ্জ : গত ১০ জুলাই জঙ্গিপুর ল' ইয়ার্স বার এ্যাসোসিয়েশন এক জরুরী সভায় এ্যাডভোকেট পরেশ মুখার্জী, সমীর চক্রবর্ত্তী, দেবীরতন নাথ ও সোমনাথ চৌধুরীর বিরুদ্ধে শাস্তির সিদ্ধান্ত নেন। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, এ্যাডভোকেট পরেশ মুখার্জী আইনজীবীদের বিগত কর্মবিরতি আন্দোলন চলার সময় সভার সর্ববাদী সিদ্ধান্ত অমান্য করে গোপনে কিছু কাজ করেন বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। অন্য তিনজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সাগরদীঘিতে 'ডিসকো' বাসে ডাকাতির আসামীদের পক্ষ অবলম্বন না করার সর্ববাদী সিদ্ধান্ত তাঁরা অমান্য করে আসামীদের পক্ষে কাজ করেছেন। এই দু'টি ঘটনার তদন্তের জন্য বারের তরফে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। কমিটির রিপোর্টে তাঁরা দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় বার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। জানা যায়, দু'একদিনের মধ্যে আর একটি জরুরী সভা ডেকে ঐ সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করা হবে। উল্লেখ্য বছর দুয়েক আগে 'ডিসকো' বাসের ডাকাতির পরিপ্রেক্ষিতে বারের সিদ্ধান্ত না মানায় এ্যাডভোকেট জগন্নাথ সরকারের সভ্যপদ বাতিল করা হয়।

এস ডি পি ওর বিরুদ্ধে ৩০৭ ধারা তলব জারী

বহরমপুর : গত ১০ আগষ্ট জঙ্গিপুরের বিদায়ী এস ডি পি ও বিনয় চক্রবর্ত্তীর বিরুদ্ধে ৩০৭ ধারায় তলব জারী হয় বলে খবর। উল্লেখ্য, আইনজীবী অক্ষয় ভদ্র ও তাঁর ভাইকে অন্যায়ভাবে প্রহারের অভিযোগ এনে স্থানীয় বারের আইনজীবী বিজয়কুমার গুপ্ত এস ডি-পি ওর বিরুদ্ধে ৩০৭ ও ৩২৫ ধারা অনুযায়ী মামলা দায়ের করেন। বিজয়বাবুকে সাহায্য করেন আইনজীবী কুমারদীপ্তি সেনগুপ্ত ও স্বাধীন সান্যাল। গত ১০ আগষ্ট জেলা চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রী বি টি পান সাক্ষী-সাবুদ নিয়ে এস ডি পি ওর বিরুদ্ধে ৩০৭ ধারা বলে তলব জারীর নির্দ্দেশ দেন।

বিদ্যুৎ প্রকল্পে প্রস্তাবিত কর্মী ধর্ম্মঘট স্থগিত

নবারুণ পয়েন্ট : খবরে প্রকাশ, গত ৭ আগষ্ট কলকাতায় শ্রম দপ্তরে এক ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে স্থির হয়, ফরাক্কা তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (সিটু) প্রস্তাবিত ১২ আগষ্টের কর্মী ধর্মঘট আপাততঃ স্থগিত রাখা হল। ওই বৈঠকে এন টি পি সির ম্যানেজমেন্ট বক্তব্য রাখেন যে, তাঁরা ইউনিয়নের দাবী দাওয়াগুলি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছেন এবং তাঁদের সঙ্গে বৈঠকে বসে মীমাংসায় পৌঁছবার আশা রাখছেন। সে কারণে তাঁরা অবস্থা যাতে মীমাংসার বাইরে না যায় তার দিকে লক্ষ্য রেখে (শেষ পৃষ্ঠায়)

পুনর্বাসনে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে

জঙ্গিপুর : বর্তমান বর্ষে আবাসন নির্মাণে সাহায্যের জন্য ভূমিহীনদের জমি ও আর্থিক সাহায্য দেবার এক সরকারী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারী ৯২০১(১৬)/১৯৫ নং সারকুলার অনুযায়ী জানান হয়েছে, রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লক এলাকার (শেষ পৃষ্ঠায়)

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৬শে শ্রাবণ, বুধবার ১৩৯৪ সাল।

মাভৈঃ

ভাত ও মাছ বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য। 'মছলী-খানেওয়ালা বঙ্গাল আদমী'—অপবাদটি বাঙ্গালী সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছেন। বস্তুতঃ ভাতের সঙ্গে একটুখানি মাছ, বাঙ্গালীকে পরম পরিতৃপ্তি আনিয়া দেয়। আর সেই মাছের নানাবিধ ব্যঞ্জন, বোধ করি, বাঙ্গালীর একান্ত আপন। তবে সেইদিন আর নাই। মৎস্যকুল এখন নাগালের বাহিরে। দিন দিন এই জলচর জীবটির দর গগনচুম্বী। তাই বিভিন্ন ভোজের আয়োজনে আজ মাছের পরিবর্তে মাংস দিয়া মুখরক্ষা করা হইতেছে। যেক্ষেত্রে মাছ একান্ত অপরিহার্য, সেখানে শুধু লক্ষণ বজায় রাখা হইতেছে। তাই বাঙ্গালীর আমিষাশী অপবাদ চলিয়া যাইতেছে। অনেকে বাধ্য হইয়া নিরামিষ আহারের দিকে ঝুঁকিয়াছেন এবং বিবিধ শাস্ত্র-বাণীর উচ্চারণে নিজ কর্মপন্থা সমর্থনে প্রয়াসী হইতেছেন।

কিন্তু সবই এখন স্বপ্নবৎ হইবার উপক্রম। কারণ বাঙ্গালীর রন্ধনে তৈল নামক স্নেহপদার্থটি আজ ধরা-ছোঁয়ার ব্যাহিরে চলিয়া যাইতেছে। তৈল প্রয়োগ ব্যাপারে এই জাতিটির বদনাম আছে। বিশেষ ধরনের ব্যঞ্জন দিয়া তেল না গড়াইলে মুখে লাগে না। ঝালে-ঝোলে ভাসমান তৈলা-বরণ জিহ্বার লিহরণ উদ্রেক করে। সুতরাং রন্ধনের ও মর্দনের জন্য সরিষার তৈলাশ্রয়ী জাতি হিসাবে বাঙ্গালী অগ্রগণ্য। দক্ষিণ ভারতে নারিকেল তৈল রন্ধনের প্রধান মাধ্যম। অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বঙ্গদেশে সরিষার তৈলের ব্যবহার অধিক।

কিন্তু এই স্নেহ পদার্থটি আজ অত্যন্ত নির্মম হইয়া পড়িয়াছে! ইহার কারণ তেলের ক্রমবর্দ্ধমান দর। অথচ এই রাজ্যে সরিষার উৎপাদন চাহিদার বহু নিম্নে। তাই অন্যান্য সরিষা উৎপাদনকারী দেশ হইতে সরিষা অথবা সরিষার তেল আমদানী করা হয়। তৈলবীজের যথেষ্ট ফলন হওয়া সত্ত্বেও মাত্রা ছাড়ান দামে অনেকেই অস্বস্তি বোধ করিতেছেন। শুনা যাইতেছে যে, সরিষার তৈলকে অন্য শিল্পদ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহার করা হইতেছে বলিয়া তেলের দাম ক্রমঊর্দ্ধমুখী।

সরিষার তেলের বিকল্প হিসাবে রেপসিড তেল, পাম অয়েল, সূর্যমুখী বীজের তেল ব্যবহারের উপদেশ দেওয়া হয়। ন্যায্যমূল্যে তাহা পাওয়ার উপায়ই বা কোথায়? স্বাদের কথা ছাড়িয়া দেওয়া হইল, পাওয়ার প্রশ্নই বড়। সরিষায় সরবরাহ সম্বন্ধে সরকারী স্তরে একটা কিছু করা না হইলে তৈল নির্ভর বাঙ্গালীকে এইবার শুধু সিদ্ধ-ব্যঞ্জনাশ্রয়ী হইতে হইবে। অবশ্য সে দিক দিয়া লাভ বই লোকসান দেখা যায় না। তাহাতে একদিকে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন মাত্রাতিরিক্ত খরচ বাঁচিবে, অন্যদিকে বহুতেজালসংপৃক্ত এই 'তিলোত্তম' জাতিকে আরও রোগ জীর্ণতায় পঙ্গু করিতে পারিবে না। সুতরাং মাভৈঃ।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

একটি চিঠি

মহাশয়,

আমাদের বিনীত অনুরোধ এই শ্বেতপত্রটি আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া এক মধুচক্রের মুখোশ খুলে দিবেন। অতীতেও বহু সংবাদ আমরা আপনার পত্রিকার মাধ্যমে জেনেছি এবং সমাজের বহু উপকার দাদাঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত এই সংবাদপত্র করেছে। আজও আশা করবো আপনি এই সংবাদ পরিবেশন করিয়া অন্যায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন।

সবার পক্ষে
অবিনাশ রায়, ফরাক্কা
২২-৭-৮৭

[পত্রলেখকের পত্রে তিনি ফরাক্কা ব্যারেজ প্রোজেক্টের উচ্চ পদস্থ কর্মীদের নানা দুর্নীতির যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন তা পড়ে সঠিকভাবে কিছু বোঝা গেল না। আশা করবো তিনি ভাসা ভাসা সংবাদ না পাঠিয়ে তথ্যপূর্ণ সংবাদ পাঠাবেন। আমরা তাঁর পাঠানো বিষয়গুলি তদন্ত করে দেখবো ও সে অনুযায়ী পত্রিকায় প্রকাশও করবো। আমরা কোন সংবাদের সত্যতা যাচাই না করে তা প্রকাশ করি না। পত্রলেখকের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। —সম্পাদক]

মিঠিপুরে আবার ভাঙন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গা ঢিলেমি মনোভাব দায়ী। কারণ, ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ যেখানে পার বাঁধানোর সামান্য কাজটুকু করেছেন, তার কিছুটা দূরে পুরোনো ১নং স্পার দাঁড়িয়ে আছে। গত ১৯৭৩ সালে যে দুটো স্পার (পাথরের বাঁধ) তৈরী হয়েছিল তারমধ্যে একটি অনেকদিন—আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। বাকী ১নং স্পারটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও কোনো-রকমে দাঁড়িয়ে থেকে গ্রামকে বিধ্বংসী ভাঙনের কবল থেকে কিছুটা রক্ষা করছে। কিন্তু গতবছরে ঐ স্পারটি নদীর পার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় মাঝে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, প্রবল জলস্রোত সেই ফাঁকের (শেষ পৃষ্ঠায়)

চলে গেলেন "……ছুটির নিমন্ত্রণে"

যিনি ছিলেন 'অতি কাছে', "নিশি না পোহাতে" চলে গেলেন দূরে, অনেক দূরে, এক সুরলোক হতে আরেক সুরলোকে। যিনি সঙ্গীতকে জীবনে জড়িয়ে জড়িয়ে "নীল গগনের সুরের মধু" পান করে তাঁর "হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরের প্রিয়তম" জীবন দেবতাকে সুখে দুঃখে জাগিয়ে রেখে গান শুনাতেন। সেই মরমী. দরদী রবীন্দ্র সংগীতের শিল্পী সাধক চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়।

বহুদিন আগে কলকাতায় এই দরদী শিল্পীর কণ্ঠে গান শুনেছিলাম—"মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে ……প্রিয়তম হে, জাগো, জাগো।" তাঁর এই গানখানি শ্রোতাদের মাতাল করে দিয়েছিল। আমার মনেও "সুরের আগুন" ধরিয়ে দিয়েছিলেন, জাগিয়ে দিয়েছিলেন সুরের নেশা। তাঁর গানের সুরের মধ্যে ছিল অপূর্ব মাদকতা…

এই দরদী শিল্পীকে তাঁরই দয়ায় আমরা সৌভাগ্যবশতঃ নিজেদের মধ্যে পেয়েছিলাম রঘুনাথগঞ্জ "আনন্দ ধারা" সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব প্রাঙ্গণে ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৮৫ সালে। সে দিনের 'আনন্দ-সন্ধ্যায়' সকল শ্রোতা গান শুনেছিলেন প্রাণ ভরে। শ্রোতাদের একের পর এক গান গেয়ে দীর্ঘ সময় তিনি তাঁর সুরের যাদুস্পর্শ ও মাদকতায় সম্মোহিত করে রেখেছিলেন। অপসংস্কৃতির যুগে অনগ্রসর রঘুনাথগঞ্জ-জঙ্গিপুরে সেদিনের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র সংগীতকে রাজমুকুট পরিয়ে স্বর্ণ সিংহাসনে নূতন করে প্রতিষ্ঠা করে গেলেন। সেদিন তাঁর 'জীবনপত্রে উচ্ছলিয়া' যে সংগীত 'মাধুরী' দান করে গেলেন, ছিল না তার 'মূল্যের কোন পরিমাণ।' সুরমুগ্ধ শ্রোতাদের নীরব মনোবীণার তারে বাজিয়ে তুল্লেন সুরের অনুরণন। আর সুরের মধ্যে রেখে গেলেন তাঁর জন্ম-সূত্রে পাওয়া প্রেমের স্পর্শ। তাইতো তিনি প্রেম সংগীতের একমাত্র রাজ-স্বরূপ। সুর প্রকাশে তিনি অনন্য। সংগীত পরিবেশনের সময় বুঝেছি—তাঁর হৃদয়ের শতদলে সুরের আসনে প্রতিষ্ঠিত তাঁর প্রিয়তম, কখন বা প্রিয়তমা জীবনদেবতার সাথে চলত প্রেমের অভিসার। এই গুণীর স্নেহ-সান্নিধ্যে এসে তাঁকে যা কিছু বুঝেছি, বা কিছুই বুঝিনি হয়তো। যা বুঝেছি—তাঁর 'স্বপন চারিণী'কে কখন সখী কখনও স্বামী, আবার কখনও মানসী প্রিয়তমারূপে জীবাত্মার সঙ্গে চলত প্রেমের দেওয়া-নেওয়া। অন্তর্চক্ষু দিয়ে তিনি ভিতরের প্রিয়তমকে দেখতেন। 'চোখের আলোয় চোখের বাহিরে'ও তাকে নানা রূপে, বর্ণে, গন্ধে ও 'রসের স্রোতে' মুগ্ধনেত্রে দেখতেন। তাই তাঁকে গভীর ভাবে ভাবিত হয়ে শ্রোতাদের আকর্ষণ করে শোনাতে দেখেছি বসন্তের গান—'চাহিয়া দেখো,—'রসের স্রোতে, রঙের খেলা।' তাঁর হৃদয় ছিল চির বসন্তে ভরা। তাঁর গানের আকাশকে-কে রাখতেন মধুময়। শ্রোতারা সেই মধুপানে তৃপ্ত হয়ে তাঁর ভালে পরিয়ে দিয়েছেন 'জয়ের অগ্নিটিকা'· আর বিজয়ের জয়মাল্য। তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রেমসংগীতকে করে রাখলেন চির অমর।

তাঁর অন্তরের প্রেমের ছোঁওয়া যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকে মনে মনে উপলব্ধি করেছেন ও বুঝেছেন—তিনি তাঁর মানসপ্রিয়া রূপে অন্তরের আঁখিতে দেখতেন সকল মানুষকে, হৃদয়ের দ্বার খুলে দিয়ে বিলাতেন অনাবিল প্রেম। সকল মানুষের প্রেমের কাঙাল ছিলেন তিনি।

সেদিনে সমাবর্তনে গান গাওয়া শেষ হ'লে সকল শ্রোতা ও আমাদের 'ভালবাসার ঘায়ে' আনন্দাশ্রু ভরা ছলো ছলো চোখে পরম স্নেহ-আদর মাখা হাতে আমার চিবুক স্পর্শ করে বলেছিলেন—'তোমাদের মত আমার গানের শ্রোতা জীবনে পাইনি। যা পেলাম তোমাদের মাঝখানে।' তাঁর কথায় মনে উদয় হল একটি কথা—ধন্য আমার রঘুনাথগঞ্জ-জঙ্গিপুরের শ্রোতা। যাবার সময় বলে গেলেন—'আবার আসবো, শোনাবো নূতন গান।' কিন্তু আর আসা হল না। শোনা হল না তাঁর নূতন গান। হঠাৎ তাঁর নিভৃত গোপন দেবতা বাজিয়ে দিলে 'ছুটির বাঁশি'। 'মরণ এসে চুপে চুপে' ডেকে নিলে তাঁরে 'ছুটির নিমন্ত্রণে'। 'নীল গগনে' চলে গেলেন কি জানি 'কিসের অন্বেষণে'। হয়তো মধুপ হয়ে সুরের আকাশে 'বাণীবনে' 'কমলবনে' সুরের অন্বেষণে।

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ
আনন্দধারা সংগীত মহাবিদ্যালয়

গুদামে এনফোর্সমেণ্ট হানায় ব্যবসায়ী হাজতে

ধুলিয়ান : গত ৫ আগষ্ট সেন্ট্রাল এনফোর্স-মেন্টের একটি দল স্থানীয় ব্যবসায়ী দিলীপ ভকতের গুদামে হানা দিয়ে ৭৬ টিন হিসাব বহির্ভূত ও ভেজাল ভোজ্য তেল আটক করেন। প্রকাশ, অফিসাররা দিলীপ ভকতের দোকানে তদন্তে এলে দিলীপবাবু দোকানের দুয়োর বন্ধ করে তাঁদের প্রবেশে বাধা দেন। পরে এনফোর্সমেণ্টের অফিসাররা স্থানীয় পুলিশের সাহায্যে পুনরায় তাঁর দোকানে হানা দেন। দিলীপ ভকত পালাবার চেষ্টা করলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ ও এনফোর্সমেণ্টের যৌথ তদন্তে গোডাউন থেকে হিসাব বহির্ভূত ও রেশনের রেপসিড, সরষের তেল ও রেপসিডকে সরষের তেলে রূপান্তরিত করার কেমিক্যাল 'অয়েল মাষ্টার' উদ্ধার হয়। দিলীপ ভকতকে বে আইনী রেপসিড, ভেজাল কেমিক্যাল রাখা ও হিসাব বহির্ভূত সরষের তেল মজুত করার দায়ে গ্রেপ্তার করে কোর্টে চালান দেওয়া হয়। আসামী জামিন পাননি বলে জানা যায়।

সাগরদীঘিতে অরণ্য সপ্তাহ

সাগরদীঘি : গত ২১ জুলাই বন বিভাগের উদ্যোগে ভ্রাম্যমান বৃক্ষরোপণ মিছিলের আয়োজন করেন বিডিও বাদলচন্দ্র দাস। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রেল গেটে বৃক্ষ রোপণ করে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। বিধায়ক পরেশ দাস পোপাড়া গ্রামে বৃক্ষ রোপণ করে বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা সকলকে বুঝিয়ে বলেন। পোপাড়া ও সন্তোষপুরে সরকারী কর্মচারীরা এবং প্রধান নন্দগোপাল সিংহ বৃক্ষের প্রয়োজন জনজীবনে কেন অপরিহার্য তার ব্যাখ্যা করেন। পথসভা সাগরদীঘি বিডিও অফিসে উপস্থিত হলে বিডিও সেখানে বৃক্ষ রোপণ করেন ও বৃক্ষের বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করে এক নাতিদীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে সাগরদীঘি সব-পেয়েছির আসরের সোনার কাঠি ভাইবোনেরা ও স্কুলের ছাত্র শিক্ষকেরা যোগ দিয়ে অনুষ্ঠানের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেন।

National Thermal Power Corporation Ltd.

NTPC **Farakka Super Thermal Power Project**

FARAKKA ; MURSHIDABAD : (W. B.)

Ref No. : FS:42:O & M (Contracts) : 357 Date :

Sealed Tenders are invited from experienced & resourceful Contractors for the following work. Tender documents can be obtained in person showing the Registration and Credentials from the office of undersigned during working hours of the date mentioned for sale of documents on payment of cost of Tender documents for the work. Tenderer desiring documents by post should send Rs. 20/- only extra for the work, either by I. P. O. payable at Post Office, Khejuriaghat or Demand Draft in favour NTPC Ltd. payable on State Bank of India at Farakka along with a copy of proof registration and credentials.

Tender documents will be on sale from 17. 8. 87 to 24. 8. 87 from 9·00 hrs. to 12·00 hrs. & 14·30 hrs. to 16·00 hrs. Tenders will be opened on the following days, in presence of tenderers or their authorised representatives at 15·00 hrs.

Sl. No.	Name of Work	Approx value of work (Rs.)	Earnest Money (Rs.)	Cost Tender paper	Date of opening	Duration
1.	Febrication of Rubber linned N. B. plate acid tank with necessary fittings. Capacity—15000 Ltrs. approx.	Rs. 50,000/-	Rs. 1000/-	Rs. 50/-	25-8-87	One month

Terms and Conditions :

i) Proof of Registration, Tax Clearence Certificates and other credentials are to be shown at the time of obtaining forms and should be submited along with the Tender.

ii) Tenders received late and/or without earnest money will not be entertained. Adjustment of Earnest money against any running bill is not acceptable and Earnest money to be submitted in any of the "Acceptable Form" as mentioned in Tender Papers. Tenderers Registered with any other project of NTPC are not exempted from depositing EMD.

iii) NTPC takes no responsibility for delay OR non-receipt of Tender documents sent by post.

iv) NTPC does not bind itself to accept the lowest offer OR any offer and reserves the right to cancel any OR all offers without assigning any reason.

v) The G. C. C. shall also be binding besides the special conditions which can be seen in the office of the undersigned.

vi) Tender paper will be issued to those parties who have done similar type of job earlier.

MANAGER (O & M/MTP)

NTPC/FSTPP

পুলিশ উপস্থিত থেকেও ডাকাত ধরতে অপারগ

ধুলিয়ান : ঘটনার বিবরণে প্রকাশ গত ২৯ জুলাই নূতন ডাকবাংলোর পাশে পেট্রোল পাম্পের কাছে অরুণের হোটেলে ১০/১২ জন ডাকাত বোমা ফাটিয়ে রাত্রি প্রায় বারোটায় আক্রমণ চালাই। সেই সময় সেখানে বিশ্রামরত গোরুর পাইকারদের কাছে থেকে তারা প্রায় ৫০/৬০ হাজার টাকা লুঠ করে পালিয়ে যায়। লোক মুখে শোনা যায়, সেই সময়ে পুলিশের টহলদারী গাড়ী ডাকবাংলোর কাছেই ছিল। পুলিশ বোমার শব্দ পেয়ে অকুস্থলে আসার আগেই মাঠের মধ্যে দিয়ে ডাকাত দল পালিয়ে যায়। কেউ ধরা পড়েনি।

মিঠিপুরে আবার ভাঙন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মধ্যে দিয়ে পারে ধাক্কা খাচ্ছে এবং মাটি ভাঙছে। ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের ইঞ্জিনীয়ার এবং অফিসারদের গ্রামবাসীরা স্পারটি মেরামতের জন্য বারবার অনুরোধ করেন। কর্তৃপক্ষ ৪০০ ফুট বাঁধানোর কাজ শেষ হলে স্পারটি মেরামতির আশ্বাস দেন। কিন্তু মেরামত হয়নি। তাঁদের মিথ্যা আশ্বাসে গ্রামবাসীরা হতাশ হয়েছেন এবং বর্তমানে ভাঙনের জন্য ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষকে দায়ী করছেন। গ্রামবাসীরা বর্তমান পরিস্থিতিতে ভাঙন প্রতিরোধের জন্য অবিলম্বে ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষকে আপদ্‌কালীন ব্যবস্থা নিতে দাবী জানাচ্ছেন। ব্যারেজের তত্ত্বাবধানে পার বাঁধানোর যে সামান্য কাজটুকু হয়েছে, গ্রামবাসীরা ঠিকাদারের এবং কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে শেষের দিকে কাজের মধ্যে দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন। তাঁরা চোখের সামনে দেখেছেন, সিমেন্টের বস্তায় বালি মিশিয়ে কর্তৃপক্ষের সামনেই ঢালাই জমানোর কাজ করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, এরমধ্যেই ঢালাই কাজে ফাটল ধরেছে। সম্মতিনগর থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের সেকেন্দ্রা, খড়কাটি, শিমুলতলা, কানাইঘাটের প্রায় ২৫০টি পরিবার নিঃস্ব হয়ে গিয়েছে বন্যার ভাঙনে। সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে সেখালীপুর অঞ্চলের। এক সাক্ষাতকারে সেখালীপুর অঞ্চলের প্রধান দিল মহম্মদ জানান—খড়কাটি মৌজার অন্তর্গত গ্রামগুলি প্রায় নিশ্চিহ্ন। এমন কি মসজিদটিও বাঁচানো যায়নি। ধ্বংসলীলার ৪০ ঘণ্টার পর গত ১১ আগষ্ট ২নং ব্লকের বি ডি ও হাজির হন মায়া কান্না নিয়ে। রিলিফ ৭২ ঘণ্টার মধ্যেও পৌছয়নি। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ মানুষেরা আশ্রয়ের জন্য হাহাকার করছেন। সব-জমিন তদন্তে গিয়ে বি ডি ও আবেদন জানান—ক্ষতিগ্রস্তদের খড়িবোনা অথবা মির্জাপুর সরকারী খাস জমিতে পুনর্বাসন দেওয়া হবে।

রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের সাম্প্রতিক ভাঙনের ব্যাপারে জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক শ্রীমতী রিনচেন টেমপো জানান—ঐ ব্লকের মিঠি-পুর ছাড়া অন্য কোন জায়গার সে ধরনের কোন ভাঙনের খবর আমি পাইনি। তবে অতি বৃষ্টির দরুণ নীচু এলাকার লোকেরা খানিকটা ক্ষতিগ্রস্ত। কিছু জমির ফসলও ডুবেছে। এটা কোন নতুন ব্যাপার নয়। এরজন্য সরকার থেকে বরাবরই সাহায্য দেওয়া হয় এবং এখনও হচ্ছে। পুনর্বাসনের জন্য এম, এল, এ বা রাজনৈতিক নেতাদের সুপারিশ মতো আগে যেমন ত্রিপল বিলি করা হত এখন সে-ভাবে হচ্ছে না। মোট কথা স্টক সীমিত। প্রয়োজনের ভিত্তিতে ত্রিপলের ব্যবস্থা করা হয়। কথা প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন—ডেলি নিউজ পেপার, দূরদর্শন, আকাশবাণীর মাধ্যমে এখানকার ভাঙনের খবর যেমন আপনারা পাচ্ছেন তেমনি আমিও পাচ্ছি।

কর্মী ধর্মঘট স্থগিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে অনুরোধ জানান। ম্যানেজমেন্টের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সিটু ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন আপাততঃ ধর্মঘট না করার সিদ্ধান্ত নেন।

সাহায্য দেওয়া হবে

(ম পৃষ্ঠার পর)

ভূমিহীন মানুষদের সরকারী অনু-দান দিয়ে বাসস্থান নির্মাণে সাহায্য করা হবে। বড়জুমলা কলোনীর বাসিন্দারা যাঁরা এখনও জমির পাট্টা পাননি তাঁদেরও পাট্টা বিলির আশু বন্দোবস্ত করা হবে।

সকলের প্রশংসিত

এল এণ্ড টি, মোদি, এ সি সি এবং দুর্গাপুর সিমেন্ট নির্ভয়ে ব্যবহার করুন।

এদের উচ্চ শক্তি, সুনিশ্চিত মূল্য ও অপরিবর্তিত উৎকর্ষতা আপনাকে নিশ্চিত করবে।

তাই নানা প্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে সরাসরি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার :

ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং

প্রোঃ রতনলাল জৈন

পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ) ॥ ফোন : জঙ্গিঃ ২৫

ব্রাঞ্চ : ফুলতলা, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

ফোন : রঘুঃ ১৬৬

বিয়ের মরশুমে প্রিয়জনকে শ্রেষ্ঠ উপহার একটি ষ্টীল আলমারী দেওয়ার কথা নিশ্চয়ই ভাবছেন। আসুন, "সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউসে" আপনার পছন্দমত জিনিষটি দেখে নিন। প্রতিটি জিনিষেই পাবেন বিক্রয়োত্তর সেবা।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস

রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

যৌতুকে V I P

সকল অনুষ্ঠানে V I P

ভ্রমণের সাথী V I P

এর জুড়ি কি আর আছে !

সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের

V I P সেন্টারে

এজেন্ট

প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং

লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত